তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

যুগান্তর

তিতুমীর কলেজের বেহাল দশা

▷ সাইফুল ইসলাম খান

রাজধানীর একটি অন্যতম সেরা কলেজ তিতুমীর কলেজ। শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক দিয়ে কলেজটির অবস্থান প্রথম। এখানে বর্তমানে ৫৬ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ২২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। পাশাপাশি ডিগ্রি কোর্সেও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

শ্রেণীকক্ষের সংকট : মার্কেটিং বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করছেন প্রায় ২ হাজার ৫০০ ছাত্রছাত্রী। অথচ বিভাগটির জন্য নির্ধারিত শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র দুটি। মাঝে মধ্যে সেমিনার লাইব্রেরিতে ক্লাস নেন শিক্ষকরা। অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগেও একই সমস্যা। মাত্র দুটি শ্রেণীকক্ষেই চলে ক্লাস। এই শ্রেণীকক্ষে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী ধরে ১২০ জন। ফলে প্রায় প্রতি ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের পাঠ নিতে হয় দাঁড়িয়ে। সাদ্দাম হোসেন নামের এক স্নাতক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা ঠিকমতো ক্লাস পাই না। মাসে যে কয়েকটি নির্ধারিত ক্লাস থাকে তাও হয় না বিভিন্ন পরীক্ষার কারণে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার কারণে বছরের অধিকাংশ সময় ক্লাস হয় না। শ্রেণীকক্ষের সংকট তিতুমীর কলেজের প্রতিটি বিভাগেই। কলেজের বিভাগীয় সেমিনারে নেই পর্যাপ্ত বই। যা আছে তার অধিকাংশই পুরনো সিলেবাসের। ফলে সেমিনার থেকে বই সংগ্রহের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা।

কলেজ শিক্ষকদের প্রাইভেট বাণিজ্য : হিসাববিজ্ঞান ও গণিতসহ তিতুমীর কলেজের প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভিড় করেন প্রাইভেট শিক্ষকদের কাছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিতুমীর কলেজের আশপাশের বিভিন্ন ভবনে রুম নিয়ে কলেজের অনেক শিক্ষক প্রাইভেট বাণিজ্য চালাচ্ছেন। অনেক শিক্ষক আবার ব্যানার-ফেস্টুনে দিয়েছেন প্রাইভেট পড়ানোর বিজ্ঞাপন। গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুল হক বলেন, আমাদের যে হারে গণিত ক্লাস প্রয়োজন তা আমরা পাই না। এমনকি ক্লাসেও শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। ২৫-৩০ শিক্ষার্থী নিয়ে গঠন করা হয় এক একটি ব্যাচ। জনপ্রতি বিভিন্ন কোর্সভিত্তিক গড়ে ১৫০০ টাকা হারে গুনতে হয় শিক্ষার্থীদের। এক একজন শিক্ষক দৈনিক এমন বেশ কয়েকটি ব্যাচ পড়িয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অংকের টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানান, বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে তাদের হাতে থাকা নম্বর পুরোপুরি পাওয়া যায় না।

তিতুমীর কলেজ ছাত্রাবাসের একটি জরাজীর্ণ কক্ষ আলোকচিত্রী **নিলয়**

যাদের কোর্স প্রতি ১৫০০ টাকা করে গোনার সামর্থ্য নেই তারা ~~সাহায্য নেন বাজারের বিভিন্ন গাইড বইয়ের। ফলে~~ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষের সংকট ও নিয়মিত ক্লাস না হওয়ার কারণে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন পরীক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত ইনকোর্স পরীক্ষার নাম করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা হারে বাড়তি ফি নেয়ার অভিযোগ করেছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। জানা যায়, বর্তমানে একটি একাডেমিক ও একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। কলেজের সার্বিক সমস্যা ও অভিযোগ নিয়ে অধ্যক্ষ আবু হায়দার আহমেদ নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ব্যস্ততার কারণে তিনি কথা বলতে রাজি হননি।

৫৬ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩টি হল : তিতুমীর কলেজে একটি মাত্র ছাত্রাবাস ও দুটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। আককাছুর রহমান আঁখি ছাত্রাবাসটির আসন সংখ্যা ৩৬৮টি। কিন্তু বাস্তবে ৪৫০ থেকে ৫০০ শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে থাকে এই ছাত্রাবাসে। ১৯৮৩ সাল থেকে চালু হওয়া আঁখি ছাত্রাবাসটিই ছাত্রদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। বর্তমানে এটির সংস্কার কাজ চলছে। ছাদ ও দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ায় ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। থেমে থেমে চলছে ছাত্রাবাসটির সংস্কার কাজ। বিকল্প কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় ছাত্রদের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে দিন দিন।

আঁখি ছাত্রাবাসে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট দীর্ঘদিনের। রিফাত হোসেন নামের এক আবাসিক শিক্ষার্থী জানান, পানিতে দুর্গন্ধ পুরনো সমস্যা। একাধিকবার এ বিষয়ে যুগান্তরসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও ট্যাংক পরিষ্কার বা পানির দুর্গন্ধ দূর করার ব্যবস্থা করেননি হল তত্ত্বাবধায়ক। আককাছুর রহমান আঁখি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মো. ময়েজ উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, 'হলের পানির দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ফিল্টার বসানো হয়েছে।' তবে শিক্ষার্থীদের এখনও পার্শ্ববর্তী বিএসটিআই মসজিদ থেকে পানি সংগ্রহ করে পান করতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে তিতুমীর কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত মেয়েদের দুটি ছাত্রীনিবাসের মধ্যে একটি সুফিয়া কামাল ছাত্রীনিবাস এবং অপরটি বনানীর সিরাজ ছাত্রীনিবাস। সিরাজ ছাত্রী নিবাসের ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানা গেছে। আবাসন সংকট নিরসনে নতুন হল নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ■